সংবাদ

তারিখ 0-8- AUG 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাবির সোয়াশ শিক্ষক ঋণখেলাপি

সাজেদুর রহমান

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে খেলাপির অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৬ জন শিক্ষকের কাছে তিন কোটি ৪৭ লাখ ৭১ হাজার টাকা পাওনা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা ফেরত না দেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কয়েকবার চিঠি দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বশেষ চূড়ান্ত চিঠি দেয়া হয়েছে গত ১৬ জুন। ঋণ নেয়া শিক্ষকদের মধ্যে কারও কাছে বিশ্ববিদ্যালয় ১০ লাখ টাকা পাবে। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যের সঙ্গে মঞ্জুরি কমিশনের তথ্যের অমিল পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেবে ১০৭ জন শিক্ষক খেলাপি এবং তাদের কাছে পাওনা এক কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন শাখা জানায়, শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা, আবাসিক প্লট কেনা, ব্যক্তিগত কারণ কিংবা বিশেষ কারণেও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়া হয়। শিক্ষকরা ঋণের টাকা কিস্তিতে বা এককালীন শোধ করতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য মতে : ফলিত রসায়ন বিভাগের ৫ জন শিক্ষক এ পর্যন্ত ঋণের টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেননি। তারা হলেন- মাহবুবুর রহমান, ড. রফিকুল আলম, তৌহিদ হাসান, ড. আবুল বাসার সরকার ও মো. আজিজ আহমেদ। প্রাণ রসায়ন বিভাগের খেলাপি আছেন ১০ শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

শিক্ষক : ঋণখেলাপি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক। তারা হচ্ছেন- মিসেস নূর হাদ হোসেন, নাহিদা বানু, ড. মো. শওকত আলী, ড. মো. ফজলে রাব্বি, ড. মো. শাহাবুদ্দিন, ড. শাহ আলম নূর ইউনুস, একে এম জালাল উদ্দিন ভূইয়া, মো. রহমত উল্লাহ, মিসেস ফওজিয়া বেগম, মো. গোলাম মতি। অণুজীব বিভাগের ৫ খেলাপি শিক্ষক হলেন- ড. একে এম কামরুল হাসান, আবুল কালাম আজাদ, ড. আশফাক হক, পারভিন আক্তার ও এম এ এম আ. ওয়াদুদ। ফার্মাসি বিভাগের ৬ শিক্ষক আছেন এ তালিকায়। তারা হলেন- আবু তাহের মো. আনিসুজ্জামান, দেলোয়ার হোসেন, ড. দীপক কান্তি দত্ত, রেজাউল হাসান মান্না ও ড. মো. ফয়সাল হাসীম। মনোবিজ্ঞান বিভাগের ৫ শিক্ষক খেলাপি হলেন- তোফায়েল হোসেন চৌধুরী, শফিক আরা শিরিন, মাহ ফুসা সামস, শায়লা নৈসার ও এদিভা আহমেদ। ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের খেলাপির তালিকায় ৪ শিক্ষক সাবিহা সাঈদ, মাহবুব হাসান, বিমল কান্তি পাল ও ড. এস এম নূরুল আমিন। ভূতত্ত্ববিভাগের ৩ শিক্ষক খেলাপির তালিকায় আছেন। তারা হলেন- এ এম এস রফিকুল আলম খন্দকার, মাসুদ মো. সালাউদ্দিন ও সৈয়দ রাজি উদ্দিন।

অর্থনীতি বিভাগের ৬ খেলাপি শিক্ষক- মো. সেলিম, জাহানারা বেগম, ড. মনসুরুল আলম খান, মিস শাহীন ইসলাম, সৌমী মোস্তফা ও ড. একে এম মাহবুব মোর্শেদ।

আইন বিভাগের খেলাপি ৪ শিক্ষক হলেন- শওকত আলম, রুবাইয়া রহমান শরিফ, একে এম আজাদ ও ড. শহীদুল ইসলাম। ইংরেজি বিভাগের সুধীর স্যামুয়েল চৌধুরী ও ফায়জা সুলতানা এ তালিকায় আছেন। আইএসআরটি বিভাগের দু'জন ড. নাশিদ কামাল ওয়াজেদ ও ড. আশফাক আশরাফ উদ্দিন আহমেদ; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মিসেস সায়রা খান ও মুনা হোসেন; পরিসংখ্যান বিভাগের ড. মো. রেজাউল উদ্দিন, মো. বাকি বিল্লাহ ও মো. জামাল উদ্দিন; হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের মনসুর রহমান, রফিউদ্দিন আহমেদ, ড. মোসলে উদ্দিন ও ড. নুরুজ্জামান; ফিনান্স বিভাগের রাশেদা হুদা, আত্তাহার আলী চৌধুরী, তসলিম উদ্দিন শরিফ, আহমেদ নূর আলম, একে রফিকুল হাসান চৌধুরী, ফয়সাল হাসিব, আদিনা নুসরাত আলম আছেন খেলাপির তালিকায়। রসায়ন বিভাগের ড. আলমগীর হোসেন, রবীন্দ্রনাথ বোস, ওমর ফারুক, দলিলুর রহমান, সুভাষ চন্দ্র, চঞ্চল কুমার বোস, আবুল খায়ের খান, ফাতেমা খাদিজা ও কামরুজ্জামান ছাড়াও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের জাকির হোসেন ও কাওসার হিবরিয়া আছেন। একই তালিকায় ফলিতপদার্থ বিভাগের আদনান সিরাজ লস্কর, সাজ্জাদ হায়দার, জহিরুল হক, জামাল ইউসুফ খান ও সেকান্দার চৌধুরী রয়েছেন। আইবিএ বিভাগের আতিকুর রহমান, ড. শামসুর রহমান ও সৈয়দ সোহেলী আলম- এ তিনজন; মৃত্তিকা ও পানি বিভাগের ড. একে আনোয়ার হোসেন, পদার্থ বিভাগের ওহেদুল ইসলাম খান, বাবুল আলম সরোয়ার, জীতেন্দ্রনাথ রায়, ফিরোজ আলী, আহসান হাবিব শরফুদ্দিন রয়েছেন। বাংলা বিভাগের শিক্ষক মো. সালাউদ্দিন, সাংবাদিকতা বিভাগের এস নূরুল হোসেন, কম্পিউটার বিভাগের মো. আশরাফুজ্জামান, গ্রন্থাগার বিভাগের আবু ফজল মো. ফজলে কবির ও মঞ্জুশ্রী বণিক, সমাজকল্যাণ বিভাগের সমশের আলী, গণিত বিভাগের সাইফুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা বিভাগের মিসবাহ উদ্দিন আহমেদ ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শাকিলা নার্গিস খান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শাহানাজ করিম খেলাপির তালিকায় আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক কতজন শিক্ষক খেলাপি সে ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মঞ্জুরি কমিশনের হিসাবে পার্থক্য রয়েছে। তবে দুই প্রতিষ্ঠানের তথ্য-পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, এ মুহূর্তে প্রায় চার শতাধিক শিক্ষক বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ঋণ নিয়েছেন। ঋণ নিয়েছেন ৩৮৪ জন আর খেলাপি হয়েছেন ১২৬ জন শিক্ষক। সম্প্রতি এসব খেলাপি শিক্ষকদের চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখা জানায়, 'ঋণখেলাপি শিক্ষকের মধ্যে ৩ জন চিঠির উত্তর দিয়েছেন লিখিতভাবে আর কিছু শিক্ষক ফোনে যোগাযোগ করেছেন।'

ঋণখেলাপির তালিকায় নাম আছে ফিনান্স বিভাগের শিক্ষক ফয়সাল হাসিবের। তবে ঋণ পরিশোধ করার পরও তার নাম খেলাপির তালিকায় রয়ে গেছে [illegible] ব্যাপারে তিনি জানান, তার এক লাখ ৮০ হাজার টাকা ঋণ ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তা জমা দিয়েছেন। তবে এখনও তার নাম তালিকায় আছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি জানান : যেসব শিক্ষক এই ঋণখেলাপি হয়েছেন তাদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে তাদের কাছ থেকে অর্থ ফেরত নেয়া যায়।

এ বিষয়ে মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এম আসাদুজ্জামান বলেন, 'শিক্ষকরা নানাভাবে নানা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত, আমার দায়িত্বকালীন নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি। কিন্তু খুব বেশি সুফল আসেনি।'